প্রশিক্ষণার্থীদের করা প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরঃ
(পঞ্চগড় জেলা)

প্রশ্ন ১) অনেক সময় চ্যাট বক্সে বা কমেন্ট বক্সে অপরিচিত লিংক চলে আসে এগুলো কতটা ক্ষতিকর হতে পারে?

উত্তরঃ অপরিচিত লিংক কিংবা সাইট থেকে সাবধান, বর্তমানে সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতে যুক্ত রয়েছেন। অধিকাংশ মানুষই স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে থাকেন। আর এটাই হলো সিন্ডিকেটকারীদের মূল সুযোগ।

সিন্ডিকেটকারীরা আকর্ষণ মূলক অপরিচিত লিংক তৈরি করে ফোনে বা ম্যাসেঞ্জারে পাঠিয়ে দেয়। ওই লিংক ওপেন করার সাথে সাথে তারা সকল তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের আওতায় নিয়ে যায়। আর এই কাজ গুলো সাধারণত কোন উৎসবকে কেন্দ্র করে তারা বেশি করে থাকে। চলে আসছে নতুন বছর, এ নতুন বছরকে কেন্দ্র করে সবাই শুভেচ্ছা বিনিময় মেসেজ এক মোবাইল থেকে এক মোবাইলে পাঠায়। আর এই ট্রেডিশনটাকে কেন্দ্র করে একটি চক্র তৈরি হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন সিন্ডিকেটকারীরা এই চক্রের মাধ্যমে মেসেঞ্জার সহ মানুষের ফেসবুক আইডি এমন কি মোবাইলের মধ্যে থাকা বিভিন্ন তথ্য হাতিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করেছেন। তারা বলেন লিংকটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে লিংকটি ওপেন করার সাথে সাথে সকল তথ্য তাদের কাছে চলে যাবে। তাই ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রশ্ন ২) ফেসবুকে প্রোফাইল লক করে রাখলে কতটা সুরক্ষিত থাকে?

উত্তরঃ যদি আপনি আপনার ফেসবুক প্রোফাইল লক করে রাখেন তবে কোনও অজানা ব্যক্তি আপনার ফেসবুকের ফটো খুলতে পারবে না বা পূর্ন আকারের প্রোফাইল ছবি এবং কভার ফটো জুম করতে সক্ষম হবে না। এরছাড়া কেউ আপনার ফোটো শেয়ার বা ডাউনলোডও করতে পারবে না। এছাড়া যেই লোক আপনার ফেসবুকে যুক্ত নেই, সে আপনার টাইমলাইনের ফটো বা পোস্ট দেখতে সক্ষম হবে না।

আপনার প্রোফাইল লক থাকলে কেবলমাত্র বন্ধুরা নিম্নলিখিত গুলি দেখতে সক্ষম হবে:

-- আপনার ফটো বা টাইমলাইন পোস্ট দেখতে পারবেন।

-- আপনার ফুল সাইজ Facebook প্রোফাইল ফটো বা কাভার ফটো দেখতে পারবে।

-- আপনার ফেসবুক স্টোরি দেখতে পারবে।

-- নতুন কোনও পোস্ট বা ফটো।

-- পুরোনো কোনও ছবি বা শেয়ার করা পোস্ট দেখতে পারবে।

প্রশ্ন ৩) যারা সাইবার হামলা বা ভার্চুয়াল মাধ্যমে কটুক্তির শিকার হয় তারা এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগে এবং পরিবারের সাথে শেয়ার করতে দ্বিধাবোধ করে। এক্ষেত্রে পরিবারের কিংবা সরকারের ভূমিকা কী হতে পারে এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এর প্রতিকার কী?

উত্তরঃ এই ধরনের সাইবার হামলা বা হয়রানির শিকার হলে প্রথমে আমাদের কোন প্রকার সংকোচ ছাড়াই পরিবারের সাথে শেয়ার করতে হবে। কারণ পরিবার হচ্ছে আমাদের প্রধান আশ্রয়স্থল। এক্ষেত্রে পরিবারের পিতা - মাতাসহ অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের উচিত হবে তাকে মানসিক সাহস দেওয়া এবং যথাযথ প্রতিকার পেতে সাহায্য করা।

সাইবার অপরাধের শিকার নারীরা যাতে সহজে এবং ভয়ভীতিহীনভাবে অভিযোগ জানাতে ও প্রতিকার চাইতে পারে, সে জন্য আজ 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' নামে একটি অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। সেখানেও অভিযোগ জানানো যাবে। সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত জরুরী সেবা হটলাইন ৯৯৯ বা নারী নির্যাতন দমন বিষয়ক হটলাইন ১০৯ কল করে অভিযোগ জানানো যাবে। এছাড়া সিসিএ কার্যালয়ের অফিসিয়াল নাম্বারে যোগাযোগ করলে তাকে সব ধরনের সহায়তা করা হবে।

যদি অনলাইনে কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কটুক্তি করে যা মানহানিকর তাহলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে প্রতিকার পাওয়া যাবে। এছাড়া পরিস্থিতি বিবেচনা করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অন্যান্য ধারায় প্রতিকার পাওয়া যাবে।

৪) ফেসবুক আইডি খোলার ক্ষেত্রে মোবাইল নাম্বার বা ইমেইল আইডি কোনটা ব্যবহার করা উত্তম?

উত্তরঃ ফেসবুক আইডি খোলার জন্য মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করার চেয়ে ইমেইল বা জিমেইল আইডি ব্যবহার করা উত্তম। কারণ অনেকে আপনার মোবাইল নাম্বার জানলেও জিমেইল আইডি জনেননা। সেক্ষেত্রে আপনার ফেসবুক আইডি অনেকটা নিরাপদ থাকবে।

এছাড়া আপনি অবশ্যই টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করে রাখবেন। এক্ষেত্রে মোবাইল নাম্বার এবং ইমেইল বা জিমেইল উভয়ই ব্যবহার করতে পারবেন।